দৈনিক সংবাদ

005

তারিখ ... 20 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ঢাকা : শনিবার, ৩রা ভাদ্র, ১৩৯৫

বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

পাটগ্রাম, ১৭ই আগষ্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা) ।---প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণের অভাব, বই-কাগজ-কলমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব, সকল বিদ্যালয়গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা এবং সর্বোপরি অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরির দরুন লালমনিরহাট জেলার ৫টি উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের কাজে দীর্ঘদিন হাত দেয়া হয়নি। ফলে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা বেড়েই চলেছে। এ সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলছে প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়কে নিয়ে গ্রাম্য কোন্দল দলাদলি আর রেষারেষি।

প্রায় ৮ লক্ষাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত লালমনিরহাট জেলায় মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৫। নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক মাদ্রাসার সংখ্যা ৬৫

অধিকাংশ উচ্চ বিদ্যালয় এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা বর্তমানে শোচনীয়। এর মধ্যে স্বল্প সংখ্যক বিদ্যালয় ভবন পাকা এবং বাদবাকী বিদ্যালয় ভবন কাঁচা এবং দীর্ঘকাল প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ দশা। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বেড়া নেই, ছাউনি নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করতে হচ্ছে। গত ক'বছরের কালবৈশাখী ঝড়ে এবং বন্যায় জেলার ১২টি উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এ সকল বিদ্যালয় ভবনের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার আজ পর্যন্ত হয়নি। এদিকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গনে হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে আদিতমারী উপজেলার হায়দারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়সহ আরও ক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বর্ষা মৌসুমে কোন কোন বিদ্যালয়ে আকাশে মেঘ দেখলেই ছুটি দিয়ে দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ক্লাস বসে গাছতলায় কিংবা পার্শ্ববর্তী কোন বাড়ীঘরে। অধিকাংশ

(২-এর পাতায় দেখুন)

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস

(৩য় পাতার পর)

বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের দাঁড়িয়ে বা মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয়।

সকল বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে লেখা-পড়া ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের জন্য সরকার প্রতি বছরে যে অর্থ মঞ্জুরি দিয়ে থাকেন, প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই নগণ্য। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই কোন বিজ্ঞানাগার নেই। আর যেসব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার আছে সেগুলোতেও আধুনিক সরঞ্জামের অভাব রয়েছে।

অধিকাংশ মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খেলার সরঞ্জামাদি নেই। নেই ক্রীড়া শিক্ষক, প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। যেসব নলকূপ রয়েছে সেগুলোও অধিকাংশ সময় বিকল থাকে। এছাড়া শৌচাগারের সুব্যবস্থা নেই। এসব কারণে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে।